তারিখ ... 29 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

মিল্টন বিশ্বাস ▷

# শেখ হাসিনার চাওয়া ছাত্ররাজনীতি

মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ছাত্ররাজনীতির রূপ পাল্টেছে। ২০১৬ সালের ছাত্ররাজনীতি ও ষাটের দশকের ছাত্ররাজনীতি কখনোই এক নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের আগের ছাত্ররাজনীতি এবং বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতার রাজনীতি একেবারেই ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা এবং বর্তমানের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে একটা স্পৃহা কাজ করত, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। বর্তমানে ছাত্রসংগঠনগুলো দেশের ভেতরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বলেছেন, 'কী পেলাম চিন্তা না করে জনগণকে কী দিলাম—সেই চিন্তা করো।' উপরন্তু তিনি তাদের লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে বলেছেন এবং উৎসাহব্যঞ্জক কথায় নানা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই ছাত্রদের মধ্য থেকেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের নেতৃত্ব। তারাই দেশকে এগিয়ে নেবে। দেশ ও জাতির সেবা করা তথা দেশপ্রেমিক হওয়ার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। শেখ হাসিনা এমন একসময় ছাত্রদের এসব পরামর্শ দিলেন যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০তম কাউন্সিল শেষ হয়েছে এবং নেতৃত্বে এসেছেন ছাত্রলীগের রাজনীতি করা ব্যক্তিরা। তিনি নিজে এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক উভয়ে ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শে পথ চলছেন দীর্ঘদিন। অন্যদিকে ছাত্রলীগ সম্পর্কে নানা রকম অভিযোগের অবসানও হচ্ছে। শেখ হাসিনা অবগত আছেন ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মীর অসদাচরণ সম্পর্কে। তিনি জানেন, ছাত্রলীগের ছেলেমেয়েরা মেধাবী হলেও লেখাপড়ায় মনোযোগী নয়। চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজিতে জড়িয়ে আছে আরো কিছু ছাত্র। সব পরিস্থিতি জেনেই তিনি তরুণদের উদ্দেশে তাঁর প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন।

শেখ হাসিনা তাঁর একটি প্রবন্ধে ছাত্ররাজনীতির মূল লক্ষ্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'ছাত্ররাজনীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে—সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানে নিজেকে গড়ে তোলা।' এ জন্য তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার উপযুক্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। তিনি আরো লিখেছেন, 'আমরা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিরোধী।' বর্তমান শতাব্দীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ নির্মাণের নতুন প্রজন্মের সাহসী সৈনিকরা অনেকেই নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের অনেক অন্তরায়ের মধ্যে একটি অন্তরায় হলো নোংরা ছাত্ররাজনীতি। অভিযোগ রয়েছে, বর্তমান ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতৃত্ব ছাত্রদের ন্যায্য দাবি-দাওয়াসহ জাতীয় ইস্যুতে সোচ্চার হওয়ার চেয়ে নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত। এই প্রবণতা থেকে ছাত্রদের মুক্ত করতে পারে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার। জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের একজন নেত্রী হিসেবে পাকিস্তান আমলে 'ইডেন মহাবিদ্যালয় ছাত্রী সংসদ'-এ ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে হিসেবে নন, সে সময় তাঁর মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সাধারণ ছাত্রীদের মন জয় করে নির্বাচিত হন। এটি ছিল আদর্শের জয়। এই আদর্শভিত্তিক সংগঠন ছাত্রদের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

দুই দশক আগে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রদের দিয়ে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার চিন্তা করেন। ১৯৯৪ সালে তাঁর লিখিত 'শিক্ষিত জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। দেশের উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। প্রতিটি ছাত্র যাতে তাদের নিজস্ব স্বাভাবিক মেধা-মনন, ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী পেশা বেছে নিতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা তাঁর অন্তরের চাওয়া ছিল। সে সময় তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ হলো—'শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আমরা বদ্ধপরিকর।' আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা বিরাজ করলে তা প্রতিবিধানে তিনি সব সময়ই উদ্যমী ভূমিকা পালন করেছেন। ওই প্রবন্ধে তিনি ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দিয়ে নিরক্ষরতা দূর করার কথা বলেছিলেন। ২৬ অক্টোবর (২০১৬) একই কথা ছাত্রলীগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি ফেল করা হতাশ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভেবেছিলেন। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের উৎপাদনে ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত করার কথাও লিখেছেন। সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদের সমাজের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ছিল তাঁর লেখায়। দুই দশক আগের এসব ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালনায়। গত মহাজোট সরকারের অন্যতম কীর্তি জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন। 'শিক্ষানীতি ২০১০'-এ ছাত্রদের চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতির 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য' তিন অংশে বলা হয়েছে : 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ এবং তাদের চরিত্রে সুনাগরিকের গুণাবলির (যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি) বিকাশ ঘটানো' হবে।

এ কথা সত্য, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে ছাত্ররাজনীতির রূপ পাল্টেছে। ২০১৬ সালের ছাত্ররাজনীতি ও ষাটের দশকের ছাত্ররাজনীতি কখনোই এক নয়। কারণ মুক্তিযুদ্ধের আগের ছাত্ররাজনীতি এবং বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতার রাজনীতি একেবারেই ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা এবং বর্তমানের ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে একটা স্পৃহা কাজ করত, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের আলাদা একটা ভূখণ্ড হবে এবং বাংলাদেশ তার আত্মপরিচয় হিসেবে জাতীয় সংগীত ও পতাকা পাবে। সর্বোপরি পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। ১৯৭১ সালে ছাত্ররা যুদ্ধ করেছে দেশের বাইরের শক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে। কিন্তু বর্তমানে ছাত্রসংগঠনগুলো দেশের ভেতরে অর্থাৎ ঘরের ভেতরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। আওয়ামী লীগ সরকারের চিন্তা-চেতনা ও কর্মসূচির সঙ্গে ছাত্রলীগের চিন্তা-চেতনার একটা গভীর মিল রয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সরকারের এই কর্মসূচিকে সমর্থন করে এবং এর সফলতার জন্য কাজ করে। অন্যদিকে ছাত্রলীগ শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি করে। তাই ছাত্রলীগের প্রধান মন্ত্র হলো শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিচালনা করা। একবিংশ শতাব্দীর ছাত্রদের এই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার পেছনে রয়েছে বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী ছাত্ররাজনীতির প্রাণিত ইতিহাস। বিংশ শতাব্দী ছিল বিশ্বব্যাপী ছাত্ররাজনীতির অঢেল অর্জন আর অধিকার আদায়ের স্মরণীয় যুগ। এ কারণে এই একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে ওই শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতা ও মেধার মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। শুধু রাজনীতি নয়, পরিবেশ, অর্থনীতি ও সমাজ পরিবর্তনের নানা ক্ষেত্রে তারা পাঠসূচির বাইরে অবদান রেখেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের সর্বশেষ অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের বিজয় দিবসের ভাষণে বলেছিলেন, 'একটি কথা আমি প্রায়ই বলে থাকি। আজও বলছি, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' সেদিন তিনি আরো বলেছিলেন, 'চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এ অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার ঊর্ধ্বে থেকে আমাদের সবাইকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আপনি আপনার কর্তব্য দেশের জনগণের প্রতি কতটা পালন করেছেন—সেটাই বড় কথা।' চরিত্র পরিবর্তনের যে কথা তিনি বলেছিলেন, তা ছাত্রসমাজের ক্ষেত্রে একান্তই প্রযোজ্য। কারণ কৃষক-শ্রমিকের পর দেশের উন্নয়নের চাকা ঘুরছে তাদের হাত দিয়ে। জাতির জনক যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলায় বারবার বলতেন, স্বাধীনতা অর্জন করা যত সহজ, রক্ষা করা আরো কঠিন। তিনি স্বাধীনতার অর্জনকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে নিতে আদর্শ ও ত্যাগের মহিমায় একটি জাতিকে নৈতিক চরিত্রে দাঁড় করানোর আকুতি জানিয়েছেন। তাঁর নিরাভরণ সাদামাটা জীবনের ছবি এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁর আদর্শের অনুসারী হয়েই আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম আর আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আদর্শের রাজনীতির পথে হাঁটতে হবে বর্তমান ছাত্রসমাজকে।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ নির্মাণে ছাত্রদের ভূমিকা বিশদ। শেখ হাসিনার ভিশনগুলো অর্জনে ছাত্ররা অবদান রাখতে সক্ষম হবে—এটাই আমাদের প্রত্যাশা। উন্নত বিশ্ব গড়ার জন্য তাদের মুখ্য ভূমিকায় দায়িত্ব নিতে হবে। অন্যদিকে জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মোকাবিলা করতে বারবারই আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে। কোটি কোটি অর্থসম্পদের মালিক বিএনপি-জামায়াতে ইসলামী আর তার বিত্তবান নেতারা সমাজের কোনো মৌলিক বদল আনতে সক্ষম হবেন না কখনো। তা ছাড়া তাদের যুদ্ধাপরাধী নেতারা এ দেশের মানুষের কাছে ক্ষমা চাননি; বরং একাত্তর প্রসঙ্গে ধারাবাহিক মিথ্যাচার করে গেছেন নানা সময়ে। মোদ্দাকথা, দেশ পরিচালিত হবে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ছাত্রসমাজ দ্বারা। কাজেই ছাত্রদের রাজনীতির সুস্থ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত রাখা সম্ভব হবে ছাত্রদের আচরণ সুস্থ সমাজ গড়ার পক্ষে থাকলে—প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিলেন ছাত্রলীগকে।

**লেখক :** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পরিচালক, জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দপ্তর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
writermiltonbiswas@gmail.com